# নাসিখ ও মানসুখ

আল-ক্বুরআনে বিধান সম্বলিত যেসব আয়াত রয়েছে ইহা দুই ধরনেরঃ নাসিখ ও মানসুখ।

**প্রাসঙ্গিক কথাঃ** ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির জন্য আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। অসহায় অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হয়েছিল ইসলাম। দীর্ঘ তেইশ বছরে পূর্ন হওয়া ইসলামী বিধানে সঙ্গত কারণেই মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই পরিবর্তন সম্পর্কিত আয়াত সমূহকে বলা হয় নাসিখ ও মানসুখ।

**নাসিখঃ** যে বিধান দিয়ে অন্য বিধান রহিত করা হয়েছে ইহাকে নাসিখ বলে।

**মানসুখঃ** যে বিধান রহিত করে নতুন বিধান দেয়া হয়েছে ইহাকে মানসুখ বলে। মানসুখ তিন প্রকার। যথাঃ

ক. আয়াত বাকি বিধান মানসুখ। যেমনঃ সূরাহ বাকারার ১৮৪তম আয়াতের একটি বিধান হল সামর্থবান ব্যক্তিরা রামাদ্বানে রোজা রাখবে অথবা ফিদয়া দিবে। অর্থাৎ রামাদ্বানের রোজা আবশ্যক ছিল না। রোজা না রেখে ফিদয়া দিলেও হয়ে যেত। কিন্তু পরে এবিধান রহিত করে ১৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছে সবাইকে রোজা রাখতে হবে।

খ. বিধান বাকি শুধু আয়াত মানসুখ। যেমনঃ রাজম সম্পর্কিত আয়াত। উমার বিন খাত্তাব রাঃ থেকে বুখারী ও মুসলিমের দীর্ঘ এক হাদিছে যা বর্নিত হয়েছে।

গ. আয়াত ও বিধান উভয়ই মানসুখ। যেমনঃ

সূরাহ আহযাব সুরাহ বাকারাহ এর সমান দীর্ঘ ছিল। এর অনেক আয়াত বিধান সহ রহিত করা হয়েছে। (সূত্রঃ তাফসীর কুরতুবী। উবাই বিন কায়া'ব ও আ'ইশাহ রাঃ থেকে।)

ইসলামের সূচনাতে এক বিধান রহিত করে অন্য বিধান নাযিল হলে ইয়াহুদরা তিরস্কার করে বলতঃ মুহাম্মাদ আজ এককথা বলে, কাল অন্য কথা। আজ এটা হালাল, কাল হারাম। ইহা কেমন দ্বীন? নাযিল হলঃ

আমি কোন আয়াতকে মানসুখ করলে বা ভুলিয়ে দিলে এর চেয়ে উত্তম বা সমান কিছু দিয়ে থাকি। জানো না? আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার মালিক। (২ বাকারাহঃ ১০৬)

## আল-কুরআনে বিদ্যমান মানসুখ আয়াত সমূহ

**১. মানসুখ আয়াতঃ**

তোমরা যেদিকে মুখ কর সেদিকেই আল্লাহ আছেন...। (২ বাকারাহঃ ১১৫)
উক্ত আয়াত যে কোনো দিকে মুখ করে নামায পড়ার অনুমতি দিচ্ছে। কিন্তু পরে আয়াতটি মানসুখ হয়ে গেছে।

**এর নাসিখ হলঃ**

তোমরা যেখানেই থাকো মাসজিদ হারামের দিকে মুখ কর...। (২ বাকারাহঃ ১১৪)

তাই এব্যাপারে নতুন বিধান হলঃ নামাযে মাসজিদ হারামের দিকেই মুখ করতে হবে। দিক ভুলে গেলে সঠিক দিক নির্নয়ের প্রচেষ্টা করতে হবে। প্রচেষ্টা হিসাবে কাউকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। কাউকে পাওয়া না গেলে চিন্তা ভাবনা করে দিক ঠিক করে নিতে হবে। সম্ভব হলে কম্পাসের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সফর অবস্থায় বাহনে নফল নামায পড়লে বাহনের দিক ঠিক রেখে পড়া যাবে। রাসূল সাঃ এমন করার অনুমতি দিয়েছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে।

**২. মানসুখ আয়াতঃ**

মৃত্যুকালে অসিয়ত করা সম্পদশালী ব্যক্তির উপর ফরজ করা হল..। (২ বাকারাহঃ ১৮০) উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ।

**এর নাসিখ হলঃ**

বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদে পুরুষের অধিকার রয়েছে..। (৪ নিসাঃ ৭)

তাই এব্যাপারে নতুন বিধান হলঃ উত্তরাধিকার সম্পদ বন্ঠনের বিধান যেহেতু আল্লাহ নিজেই ঠিক করে দিয়েছেন। তাই এখন আর অসিয়ত বা উইল এর প্রয়োজন নেই। তবে কেউ চাইলে মূল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ বা এর চেয়ে কম করতে হবে। এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদের অসিয়ত গ্রহণ যোগ্য নয়।

**৩. মানসুখ আয়াতঃ**

তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হল যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পুর্ববর্তিদের উপর..। (২ বাকারাহঃ ১৮৩)

অর্থাৎ ইয়াহুদ যে ভাবে রোজা রাখে তোমরাও সেভাবে রোজা রাখবে। ইয়াহুদ সমাজে রোজার রাতে ঘুমিয়ে গেলে রোজা শুরু হয়ে যেত। এবং তখন থেকেই পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হারাম হয়ে যেত। উক্ত আয়াত নাযিলের পর সাহাবাগণও একই ভাবে রোজা রাখা শুরু করেন। পরে আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

রোজার রাতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য হালাল করা হল..। (২ বাকারাহঃ ১৮৭)

তাই এব্যাপারে নতুন বিধান হলঃ রোজার রাতে ফজর শুরুর আগ পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ।

**৪. মানসুখ আয়াতঃ**

সামর্থবান ব্যক্তি (রোজা না রাখলে) মিসকিনকে খাবার দিয়ে ফিদয়া আদায় করবে..। (২ বাকারাহঃ ১৮৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম সে রোজা ইচ্ছা হলে রোজা রাখবে, ইচ্ছা হলে রাখবে না। তবে রোজা না রাখলে রোজার বদলে একজন মিসকিনকে খাবার দিতে হবে। সূচনাতে রোজার বিধান এমনই ছিল। পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

যে রমজান পেল তাকে রোজা রাখতে হবে..। (২ বাকারাহঃ ১৮৫)

তাই এব্যাপারে নতুন বিধান হলঃ প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তিকে রোজা রাখতে হবে। বিমার হলে বা সফরের কারনে রোজা না রাখলে অন্য সময়ে ইহা পূর্ন করবে। আর স্থায়ী বিমার বা বার্দ্ধক্য জনিত দুর্বলতার কারনে রোজা রাখতে সক্ষম না হলে ফিদয়া দিতে হবে।

**৫. মানসুখ আয়াতঃ**

মাসজিদ হারামের কাছে (মক্কা নগরীতে) যুদ্ধ করো না, যতক্ষন না তারা সেখানে যুদ্ধ করে..। (২ বাকারাহঃ ১৯১)

অর্থাৎ কাফিররা আগে শুরু না করলে মক্কা নগরীতে অবস্থান রত কাফিরদের আক্রমণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ।

**এর নাসিখ হলঃ**

ফিৎনাহ নির্মুল হবার আগ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (২ বাকারাহঃ ১৯৩)

**৬. মানসুখ আয়াতঃ**

হারাম (সম্মানিত চার) মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করবে..। (২ বাকারাহঃ ২১৭)

অর্থাৎ সম্মানিত চার মাসে (যুল-ক্বা'দাহ, যুল-হিজ্জাহ, মুহাররাম, রাজাব) যুদ্ধ করা বৈধ নয়। ইহাই ছিল প্রতিষ্ঠিত বিধান। কিন্তু পরে আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

মুশরিকদের যেখানে (শিরক ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে) পাও সেখানেই হত্যা (আক্রমণ) কর। (৯ তাওবাহঃ ৫)

তাই এব্যাপারে নতুন বিধান হলঃ প্রয়োজনে সম্মানিত মাসেও যুদ্ধ করা যাবে।

**৭. মানসুখ আয়াতঃ**

যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তারা যেন স্ত্রীদের ঘরে রেখে এক বছর ভরন পোষণের অসিয়ত করে যায়..। (২ বাকারাহঃ ২৮০)

অর্থাৎ সূচনাতে বিধান ছিল; স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে এক বছর স্বামীর ঘরে থাকতে হত। এবং স্বামীর সম্পদ থেকে এই এক বছরের ভরন পোষণ দেয়া হত। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

স্বামী মারা গেলে স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন (অপেক্ষা) করবে। (২ বাকারাহঃ ২৩৪)

**৮. মানসুখ আয়াতঃ**

তোমরা অন্তরের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে..। (২ বাকারাহঃ ২৮৪)

অর্থাৎ অন্তরে পাপের কথা এলে তা প্রকাশ না করলেও এজন্য জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

আল্লাহর সাধ্যের বাহিরে কারো উপর দায়ভার চাপিয়ে দেন না। (২ বাকারাহঃ ২৮৬)

**৯. মানসুখ আয়াতঃ**

আল্লাহকে ভয় কর যথাযত ভাবে ..। (৩ আল-ই'মরানঃ ১০২)

অর্থাৎ আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত ঠিক সেভাবে ভয় কর। আল্লাহর এই আদেশটি ছিল বড়ই কঠিন। কারন আল্লাহকে যথাযত ভয় করা মানুষের জন্য অসম্ভব প্রায়। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের সাধ্যমত..। (৬৪ তাগাবুনঃ ১৬)

**১০. মানসুখ আয়াতঃ**

কোন মুসলিম নারী অশ্লীল কাজ (যিনা) করলে চারজন মুসলিমকে সাক্ষি বানাবে। তারা সাক্ষি দিলে তাকে আমৃত্যু ঘরে বন্দি করে রাখবে ..। (৪ নিসাঃ ১৫)
ইহা ছিল তখনকার দিনে যিনার সাজা। কিন্তু পরে আয়াতটি মানসুখ করে নতূন বিধান দেয়া হয়।

**এর নাসিখ হলঃ**

যিনা কারী নারী ও পুরুষকে একশত করে বেত্রাঘাত কর। (২৪ নূর ২)

**১১. মানসুখ আয়াতঃ**

আর তোমরা যাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদেরকেও অংশ দাও ..। (৪ নিসাঃ ৩৩)
পরস্পর অঙ্গিকারের মাধ্যমে পাতানো সম্পর্কের ব্যক্তিরাও তখন উত্তরাধিকারে অংশীদার হত। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

আত্মীয়স্বজনরা একে অপরের অভিভাবক ..। (৮ আনফালঃ ৭৫)
তাই এখন পাতানো আত্মীয়রা উত্তরাধিকার পায় না।

**১২. মানসুখ আয়াতঃ**

মুঅমিনগণ! নিশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে দাঁড়াবে না ..। (৪ নিসাঃ ৪৩)
অর্থাৎ তখন মদ্য পান বৈধ ছিল। শুধু নিশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

নিশ্চয় মদ, জুয়া, আনস্বাব (যেসব স্থাপনাকে জাতীয় ভাবে শ্রদ্ধা করা হয়। যেমনঃ মুর্তি, ভাস্কর্য, সৌধ ইত্যাদি।) আর আযলাম (ভাগ্য তীরের মাধ্যমে বন্ঠন) ইত্যাদি পাপ, শয়তানের কাজ..। (৫ মাইদাহঃ ৯০)

**১৩. মানসুখ আয়াতঃ**

তোমরা দৃঢ়চেতা বিশজন হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে..। (৮ আনফালঃ ৬৫) অর্থাৎ বিশজন মুসলিম হলে দুইশত জন কাফিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। ইহা ছিল যুদ্ধের বিধান। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

আল্লাহ এখন তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। তিনি জানেন তোমাদের মাঝে অনেক মানুষ দুর্বল। তাই এখন তোমরা দৃঢ়চেতা একশত হলে দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে ...। (৮ আনফালঃ ৬৬)

**১৪. মানসুখ আয়াতঃ**

রাসূলের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে চাইলে আগে ফী আদায় করতে হবে ..। (৫৮ মুজাদালাহঃ ১২) কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

কথা বলার আগে ফী আদায় করা কি তোমাদের জন্য কঠিন হয়ে গেছে ...? (৫৮ মুজাদালাহঃ ১৩) এই আয়াত দ্বারা ফী আদায়ের বিধান রহিত করা হয়েছে।

**১৫. মানসুখ আয়াতঃ**

হে কম্বল ওয়ালা! রাতে উঠো (ইবাদাত কর) তবে সামান্য (ঘুমুতে পারবে)। অর্ধেক রাত বা তার চেয়ে কম (ঘুমাবে। আর বাকি রাত ইবাদাত করবে।) (৭৩ মুযযাম্মিলঃ ১-৩,) অর্থাৎ অর্ধেক রাত বা এর চেয়ে অধিক সময় ইবাদাত করতে নবী সাঃকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু পরে উল্লেখিত আয়াতটি মানসুখ হয়ে যায়।

**এর নাসিখ হলঃ**

মুযযাম্মিলের ২০তম আয়াত। যাতে এই আদেশ রহিত করা হয়েছে।

**১৭. মানসুখ আয়াতঃ**

বাকারাহঃ ১০৯, নিসাঃ ৬৩, ৮১, ৯০, ৯১, ৯২, মাইদাহঃ ২, আনয়ামঃ ১০৬, হিজরঃ ৮৫, নাহলঃ ১২৫, হা-মীম সিজদাহঃ ৩০, যুমারঃ ৪১, যুখরুফঃ ৮৯, জাছিয়াহঃ ১৪, ক্বাফঃ ৪৫, যারিয়াতঃ ৫৪, নাজমঃ ২৯, মুযযাম্মিলঃ ১০।

পরে উল্লেখিত আয়াত সহ যুদ্ধের বিরপিতে ধর্য, অপেক্ষা, কাফিরদের ক্ষমা, উপেক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যত আয়াত আছে এই সকল আয়াত সমূহ মানসুখ হয়ে গেছে।

**এর নাসিখ হলঃ**

সূরাহ তাওবাহ এর ৫ম আয়াত। যাতে বলা হয়েছেঃ

মুশরিকদের যেখানে (শিরক ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে) পাও সেখানেই হত্যা (আক্রমণ) কর। (৯ তাওবাহঃ ৫)